যুগে যুগে শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং

জাকির আজাদ

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ৩১ অক্টোবর ২০১৯

কলেজ থেকে ফিরে সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো অন্তর। সকালে কলেজে যাওয়ার সময় কিছুই খেয়ে যায়নি। মা ঝর্না আকতার অন্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। ছেলে কলেজ থেকে ফিরলে তার প্রিয় ভুনাখিচুড়ি খেতে দিবেন। খিচুড়ি অন্তরের বরাবরই পছন্দের। কিন্তু কি এমন ঘটনা ঘটলো আজ অন্তরের? কলেজ থেকে ফিরে কারও সঙ্গে কথা না বলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। অথচ আজ অন্তর প্রথম কলেজের আঙিনায় পা দিল। অনেক আশা উদ্দীপনা নিয়ে কলেজে গিয়েছিল সে। এতো আনন্দ আশা কোথায় যেন ছেদ পড়ল। ব্যাপারটা খুবই ভাবনায় ফেলে দিল ঝরনা আকতারকে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি অন্তরের দরজায় নক করেছেন। কিন্তু সাড়া মিললেও দরজা খুলছেনা সে। অন্তরের বাবা মিলন রহমান খবর পেয়ে ছুটে এলেন দোকান থেকে। ছেলেকে অনেক ডাকার পরও দরজা খুলছে না অন্তর।

শেষ পর্যন্ত অনেক ডাকাডাকিতে অন্তর দরজা খুলল। ঘটনা শুনে বোঝা গেল অন্তর র‍্যাগিং এর শিকার। অন্তর র‍্যাগিংটাকে মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। জীবনে কখনো এমন পরিস্থিতির শিকার হয় নি সে। কলেজের প্রথম দিনেই হঠাৎ

এমন একটা বিব্রতকর পারিস্থিতি কিছুতেই ভুলতে পারছে না অন্তর।

এ চিত্র শুধু অন্তরের কলেজেই নয়, দেশের প্রায় সব কলেজ, বিশ^বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির পর প্রথম ক্লাসের দিন থেকেই র‍্যাগিং এর সংস্কৃতি যুগ যুগান্তরের। আজকাল কলেজে, বিশেষ করে বিশ^বিদ্যালয়গুলো র‍্যাগিং অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাগিংয়ের প্রচলিত অর্থ ‘পরিচয় পর্ব’ অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নবীন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রবীণ শিক্ষার্থীদের সখ্যতা গড়ে তোলার পরিচিত পর্ব। ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীন গ্রীসে প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সিনিয়র ও জুনিয়র মধ্যে র‍্যাগিং এর প্রচলন ঘটে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার ধরণ পাল্টাতে থাকে। বর্তমানে সিনিয়ররা জুনিয়রদের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা দেয় র‍্যাগিং এর নামে।

বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাতে এর খারাপ প্রভাব বিস্তার করছে। কখনো কখনো র‍্যাগিংয়ে সহপাঠীদের দিয়ে নবীনদের চড়-থাপ্পড় শেষে শারীরিকভাবে লঞ্ছিত করা হয়। কখনো আবার কান ধরিয়ে দ্বিতীয়তলা থেকে নীচতলায় নামানো হয় বা উঠা বাসা করানো হয়। কোনো সময় পরিধেয় কাপড়ে কালি লাগিয়ে এবং ছিঁড়ে দেওয়া হয়। বিরোধিতা করার উপায় নেই, বড় ভাইদের কথানুযায়ী পালন করতে হয় ছোটদের।

এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান ড. আহমেদ কবির বলেন, ‘আমার জীবনেও র‍্যাগিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। যদিও বর্তমান প্রেক্ষাপটে র‍্যাগিং একটা

শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবুও এর বিপক্ষে যাওয়ার বা কঠোর হওয়ার অবকাশ নেই। ব্যাপারটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুরাতন শিক্ষার্থীদের একটা সখ্যতা গড়ে তোলার জন্য যে পরিচিতি প্রথা তাকে র‍্যাগিং বলে অভিহিত করা হয় এবং পরিচয় পর্বটা আনন্দময় ও মজাদার করানোর কৌশল হলো র‍্যাগিং। তবে মজা করার সীমা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

বাংলাদেশে কলেজ, বিশ^বিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিংয়ের প্রচলন রয়েছে। র‍্যাগিং সর্ম্পকে অনেকের মধ্যে মন্দ ধারনা থাকলেও অনেকে আবার বিষয়টিকে স্বাভাবিক ও মজার ঘটনা বলে মনে করে। কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয়ের সাধারণত সিনিয়ররা জুনিয়র শিক্ষার্থীদের র‍্যাগ দেয়। বিশেষ করে বিশ^বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন আসার পরই র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়।

র‍্যাগিং শুধু ছেলেদের জন্য সীমাবন্ধ নয়। মেয়েদের বেলায়ও ঘটে থাকে। তবে মেয়েদের বেলায় তা কিছুটা কম। র‍্যাগিংয়ের রয়েছে বিভিন্ন ধরন। এই ধরনগুলো সবই প্রায়োগিক যেমন- পরিচয় দেয়া, গান গাওয়া, নাচ করা, কবিতা আবৃত্তি করা, ক্যাম্পাসে ঊর্ধ্বশ^াসে দৌড়ানো, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা ইত্যাদি। র‍্যাগিং সাধারণত একক অথবা যৌথভাবে ঘটানো হয়ে থাকে, যা মাত্রা ছাড়িয়ে অনেকসময় নবীন শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

র‍্যাগিংয়ের রকমফের ও ধরন নিয়ে প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামাল বলেন, ‘র‍্যাগিং (জধমমরহম) যদিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবীণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নবীন শিক্ষার্থীদের একটা সখ্যতা গড়ে তোলার জন্য পরিচিতি প্রথা, কিন্তু এই পরিচিতি প্রথাকে বিকৃত করে বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো হচ্ছে। তাছাড়া অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে, একজন ভালো শিক্ষার্থী র‍্যাগিং মেনে নিতে না পেরে পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। পরীক্ষায় খারাপ করছে, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, কিংবা আত্মহত্যার মতো মারাত্মক পর্যায়েও চলে যায়। মানসিকভাবে দুর্বলদের ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে তাই যেমন সচেতন হতে হবে, পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের আনন্দ প্রকাশে সীমা বজায় রাখতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই।

একজন শিক্ষার্থী যখন কলেজ জীবনে ঢুকে, স্বাভাবিকভাবেই অনেক কিছুই তার অজ্ঞাত থাকে। পরিচিত ও পারিবারিক গ-ি থেকে একটা নতুন জগতে প্রবেশ করে সে। তখন তার অচেনা জগত চেনার আগে সিনিয়রদের মান্য করার বিষয়টি অনেক সময় তাকে জড়তায় ফেলে দেয়। সিনিয়রদের সঙ্গে জুনিয়রদের ভালো বোঝাপড়া তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেকসময় র‍্যাগিংয়ের বিষয়টি চলে আসে। সিনিয়রদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠলে পরবর্তীতে তার সুবিধা পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের

গাইডলাইন পাওয়াসহ জরুরি প্রয়োজনে সিনিয়রদের নবীনদের পাশে পাওয়া যেতে পারে। র‍্যাগিং বিষয়টি কিছু সিনিয়র শিক্ষার্থী জুনিয়রদের অনেক মন্দভাবে দিয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক। চরম নৈতিকতার অবক্ষয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠেও এ চিত্র দেখা যায়, যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও বিনষ্ট করে। র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে নীতিমালা আছে এবং যদি র‍্যাগিং-এ শিক্ষার্থীর ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অনেক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীকে র‍্যাগিংয়ের কারণে সাময়িক বা স্থায়ী বহিস্কারের ঘটনা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তজ্ঞান চর্চার অবাধ ও স্বাধীন ক্ষেত্র। সেখানে কেন র‍্যাগিং থাকবে? কেন নবাগতদের স্বাধীন চলাফেরায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে? যে করেই হোক র‍্যাগিং বন্ধ করতে হবে অনতিবিলম্বে। আর এটি করতে না পারলে জাতির সামনে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার। মেধাশূন্য হয়ে পড়বে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। র‍্যাগিং বন্ধে দেশের সচেতন শিক্ষিত সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। র‍্যাগিং বন্ধে কিছু করণীয় রয়েছে। র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করতে পারেন এবং র‍্যাগিং নিরুৎসাহিত করতে পারেন; বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরবর্তী সময়ে (জানুয়ারি

থেকে জুন) র‍্যাগিং সংক্রান্ত ‘টকশো’ করতে হবে; গণমাধ্যমে র‍্যাগিং বিষয়ে দেশের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজকে লেখালেখি করতে হবে; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম- ফেসবুকে এবং অনলাইন পত্রিকায় এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত তুলে ধরতে হবে; দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজ র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে ও বাইরে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। র‍্যাগিং বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। র‍্যাগিং প্রদানকারী শিক্ষার্থীদের আইনের অওতায় আনতে হবে; র‍্যাগিংয়ে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে।

পশ্চিমা সাংস্কৃতির একটি অংশ হচ্ছে র‍্যাগিং। সময়ের আবর্তে আমাদের দেশেও এটি স্বাভাবিক প্রথা হয়ে আসছে। যুগে যুগে জুনিয়রদের এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই নিছক মজার ছলে র‍্যাগিং শুরু হলেও তা প্রায়ই মাত্রা ছাড়ায়। তাই র‍্যাগিং নিছক মজা এবং আনন্দের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকুক, তা সকলের কাম্য। র‍্যাগিং এর নামে অনৈতিক আচরণ যাতে না হয়, সে বিষয়ে সন্তানদের পরিবার থেকেই শিক্ষা দিয়ে সচেতন করে তোলা অভিভাবকদেরও কর্তব্য। প্রয়োজন আমাদের সকলের সমন্বিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সচেতনতা।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম ফিচার)